২। সিন্ধুড়া

"শ্রীদাম সুদাম দাম শুন ওরে বলরাম"

=> পদটি বাৎসল্য রসপর্যায়ের পূর্ব-গোষ্ঠপদ, পদটি যশোদার উক্তি। কৃষ্ণ এবং তাঁর সখার গোষ্ঠে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত। কিন্তু মা যশোদা মনে উদ্বেগ নিয়েই পুত্রকে অনিচ্ছা সত্ত্বেও গো চারণে পাঠাচ্ছেন, তাই তিনি শ্রীদাম-সুদাম-দাম-বলরাম প্রমুখ সব সখাদের মিনতি করে বলেছেন, তাঁরা যেন গোপালকে নিয়ে দূরে না যান, কারণ বন অনেক দূরে, আর পথের নতুন কুশাঙ্কুর গোপালের পায়েও বিঁধবে — এইভাবে মায়ের আশঙ্কার অন্ত নেই, তাই সখাদের কাছে তাঁর অনুরোধ, কৃষ্ণ যেন কাছাকাছিই গোরু চরান, তিনি শিঙায় মা বলে ডাকলে বাড়িতে থেকে তা যেন যশোদা শুনতে পান, কৃষ্ণকে গোচারণে পাঠাতে যশোদা যে কত অনিচ্ছুক তার পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর শোকের কথায়, নিবিড় নির্বন্ধে তাঁরা গোপ-কুলে জন্মেছেন, গো-পালন তাঁদের জীবিকা, সেই কারণেই কৃষ্ণকে বনে পাঠাতে হচ্ছে, তাই বলরাম দাম যশোদাকে আশ্বস্ত করে বলেছেন, তিনি কৃষ্ণের পায়ের জন্য দুটি জুতো এনেছেন, — ফলে কৃষ্ণের পায়ে কণ্টকাঙ্কুর বিদ্ধ হবে না, মা যশোদা যেন ভয় না পান।

বাঙালি কবি বলরাম দাসের অঙ্কিত এই জননী যশোমতী একান্তভাবেই এক বাঙালি মা, তাঁর স্বার্থপরতা টুকুও মধুর; স্বামী-সন্তান, স্বজন-পরিজনে ঘেরা তাঁর জীবন তো মমতায় গড়া সংসারের সীমানাতেই তাঁর প্রাত্যহিক দিন-যাপন, তিনি সীমা-স্বর্গের ইন্দ্রাণী; এর বাইরে কোনরূপ আদর্শ, কোন মহৎ ভাব, সন্তানের কোনো মহৎ কীর্তির ঔজ্জ্বল্য তাঁকে স্পর্শ করে না, তাই সন্তানকে বাইরে যেতে না দিয়ে উপায় নেই জেনেও তিনি তাঁকে স্নেহাঞ্চল ছায়ায় ঘিরে রাখতে চান।